## সুফফাহ একাডেমির উদ্যোগে ধারাবাহিক মাসিক দারসুল কুরআন অনুষ্ঠিত

উচ্চতর শিক্ষা, গবেষণা ও দাওয়াহমূলক প্রতিষ্ঠান, জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়ার একটি শাখা প্রতিষ্ঠান, সুফফাহ একাডেমি বগুড়া। জেনারেল শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের ইসলাম শিক্ষার দীনী প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে মুসলমানরা এক কঠিন আদর্শিক ফিতনার সম্মুখীন। নামে মুসলিম হলেও চিন্তায় অমুসলিম এবং চেতনায় ধর্মহীন মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা অসংখ্য মানুষের ঈমান ও আকীদা দুর্বল করে দিচ্ছে। এই ফিতনায় জেনারেল শিক্ষিতরাই সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত, কারণ তাদের প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে অনৈসলামিক আইডিওলজির ভিত্তিতে নির্মিত। এই শিক্ষাব্যবস্থা একদিকে যেমন ইসলামের মূল বিষয়বস্তু থেকে তাদের দূরে রেখেছে, তেমনি অন্যদিকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে মুসলমানদের বিপুল অবদান, নিজেদের গৌরবময় ইতিহাস, শেকড়, এবং আদর্শ ব্যক্তি-ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তাদের অজ্ঞ করে রেখেছে। এর ফলস্বরূপ, তাদের মন-মগজে পশ্চিমা সভ্যতা ও আইডিওলজি স্থান দখল করে নিয়েছে এবং তারা নিজেদের আদর্শ হিসেবে ইসলামে গর্ব করার মতো কিছু খুঁজে পাচ্ছে না। এই অবস্থা থেকে উত্তরণ এবং ঈমান রক্ষার জন্য প্রয়োজন ইসলামী আইডিওলজি সম্পর্কে জানা এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও অবদান সম্পর্কে অবগত হওয়া। এই অপরিহার্য প্রয়োজন মেটাতেই সুফফাহ একাডেমি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

বর্তমানে একাডেমির একাধিক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, ধারাবাহিক মাসিক দারসুল কুরআন। দারসটি প্রদান করে থাকেন, বিশিষ্ট হাদীস ও ফিকাহবিদ, শাইখ মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ। সদর ও প্রধান, জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়া।

গত ১০ অক্টোবর ২০২৫ রোজ শুক্রবার মাসিক দারসুল কুরআন অনুষ্ঠিত হয়। আসরের পর থেকে শুরু হয়ে বাদ মাগরিব মূল অধিবেশন শুরু হয়। শুরুতেই পবিত্র কুরআনুল কারীমের মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত পেশ করা হয়। এরপর একটি ইসলামী নাশীদ পরিবেশিত হয়। ততক্ষণে একাডেমি মিলনায়তন কানায় কানায় ভরে ওঠে, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মজলিস। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, ডাক্তার, চাকুরিজীবী, অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, মসজিদের ইমাম,খতীব ও অন্যান্য।

সূরা কাহাফ থেকে দারস চলছিল। শায়খ প্রথমে “আলহামদুলিল্লাহ” এর মাহাত্ম্য ও তাৎপর্য নিয়ে গভীর আলোচনা পেশ করেন। হামদের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়, “আলহামদুলিল্লাহ” আমাদের কেন প্রয়োজন এবং আলহামদুলিল্লাহ এর মধ্যেই যে মানবের প্রশান্তি ও উত্তোরণ নিহিত তা হযরতের আলোচনায় খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠে।

হযরত বলেন: আলহামদুলিল্লাহ সমস্ত কল্যাণের উৎস এবং যাবতীয় অকল্যাণের বিপরীতে এক সম্যক কল্যাণবার্তা। এরপর জীবন ব্যাখ্যায় কুরআন ও বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তাত্ত্বিক

আলোচনা করেন এবং প্রমাণ করে দেখান যে, কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গির যথার্থতা ও বাস্তবতা এবং বস্তবাদের অবাস্তব ও অযৌক্তিক ব্যাখ্যার অসারতা। বস্তবাদ বলে, মানুষ বর্বরতা থেকে ক্রমান্বয়ে সভ্যতার দিকে উন্নীত হয়েছে। বিপরীতে কুরআন বলে, শুরু থেকেই মানুষকে সভ্য, উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে।

এরপর বান্দার দাসত্ব এবং "আবদ" শব্দের তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেন, যাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের "আবদিয়্যাত" পরিচয়টি এক অনন্য সুষমায় শ্রোতারা উপলব্ধি করেন। এরপর ইসলামের মধ্যে, একত্ববাদের মধ্যেই হৃদয়ের প্রশান্তি এবং স্থিরতা বিষয়টি সূচারুরূপে তুলে ধরেন।

হযরত বলেন: সকল ধর্মই সত্যের দাবী করে, প্রকৃত সত্য কেবল ইসলামের মধ্যেই নিহিত। এরপর কুরআনের সত্যতা ও সঠিকতা নিয়ে এক অপূর্ব সংক্ষিপ্ত; অথচ সারগর্ভ আলোচনার মাধ্যমে সেদিনের দারস সমাপ্ত করেন। এরপর শ্রোতাদের প্রশ্নের সুযোগ প্রদান করা হয়, শ্রোতারা বিভিন্ন প্রশ্ন করলে শায়খ জবাব প্রদান করেন। শ্রোতারা আরো বিভিন্ন দীনী মজলিসের আগ্রহ প্রকাশ করেন ও এবং শায়খের পুর খুলুস শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন। ইশার জামাতের পর মেহমানদারির ব্যবস্থা করা হয় এবং সকলেই তা গ্রহণ করেন।

(রচনা ও গবেষণা বিভাগ, জামিআ সুফফাহ শারকিয়া-বগুড়া)